দৈনিক বাংলা

125

তারিখ... 12/10/73 ...
পৃষ্ঠা... 6 ... কলাম... 1 ...

প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতি

যশোর জেলা

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

যশোর, ১০ই সেপ্টেম্বর।—যশোর প্রায় তিন লাখ কিশোর ও শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে নিদারুণভাবে। যশোর জেলায় মোট জনসংখ্যার তুলনায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা নিতান্তই কম। অধিকন্তু যে সমস্ত বিদ্যালয় আছে তাতেও পড়াশোনা নিয়মিত না হবার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

যশোরের ৩৩৭৪টি গ্রামে মাত্র ১৯৪৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ৫০০টি বেসরকারী বিদ্যালয়। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক সংকটের ফলে শিক্ষার পরিবেশ থাকছে না। এছাড়া সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাশ না নেয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের শুধু মাত্র স্কুলে যাতায়াতই সার হচ্ছে।

যশোরের যে ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বেসরকারী পর্যায়ে আছে সেগুলোকে সরকারী পর্যায়ে আনতে হবে। যদি তা না হয় তবে সার্বজনীন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব হবে না। বেসরকারী কলেজের জন্য সরকার ভর্তুকি দিচ্ছেন অথচ গ্রামের গরীবের কারখানা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেন ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে না। যশোর জেলায় ৩১টি কলেজ আছে। এ জেলায় ২০টি কলেজ হলেই চলে। ৩৩১টি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এই উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ালে ছাত্র ভর্তি সংকট কমে যাবে এবং উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হবে। গ্রামের অনেক গরীব কৃষকদের সন্তান উচ্চশিক্ষা তথা জীবনের পথ পাবে।

বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী যশোরের জেলা প্রশাসক জনাব মহিউদ্দিন খান আলমগীর এ প্রসঙ্গে বলেন বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন না হলে বাংলাদেশে শিক্ষার মাধ্যমে বর্তমান সামাজিক অসাম্য দূর করা যাবে না।

গত আর্থিক বছরে যশোরে মাত্র কয়েকটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারী পর্যায়ে আনা হয়েছে। এইভাবে যদি শিক্ষার গতি চলতে থাকে তবে আগামী একশত বছরেও এ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে না।

জেলা প্রশাসক জানান, গত বছরে এ জেলার ৪৫৯টি বিদ্যালয়কে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আনা হয়েছিল। তবে সময়মতো অর্থ যোগান না পাবার দরুন পরিকল্পনা শেষ হয়নি। এ বছর অর্থ বরাদ্দ এবং যোগান পাওয়া গেছে ফলে আশা করা যাচ্ছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পরিকল্পনার কাজ শেষ হবে।

মোট ৪৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ৩টি ক্যাটাগরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

প্রথম ক্যাটাগরীর প্রকল্প হচ্ছে যে সমস্ত বিদ্যালয়ের গৃহ নতুন করে নির্মাণ করা হবে সেগুলো। এধরনের প্রকল্প নেয়া হয়েছিল ১১৫টি বিদ্যালয়ের জন্যে। প্রতিটি বিদ্যালয়কে ৪৫ হাজার টাকা দেয়া হয়েছিল। এই টাকা দিয়ে ন্যূনতম ৬০×২০ ফুট পাকা ভিতের উপর টিনের চালাসহ ৩টি কামরা করার কথা। জেলা প্রশাসক জানান, এই ধরনের প্রকল্পে সেই সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে যে সমস্ত স্থানে স্থানীয় অনুদান পাওয়া গেছে। স্থানীয় অনুদান সহযোগে ১১৫টি নির্বাচিত স্কুলে প্রতিটি স্কুলে ৭৫ ফুট লম্বা, ২০ ফুট চওড়া ও ৯ ইঞ্চি দেয়াল টিনের চাল বা পাকা ছাদ করার প্রকল্প গ্রহণ নেয়া হয়েছিল। এই প্রকল্পে অনাবাদী জলাশয়ের মাছ, বাঁশ, খড়, নির্মাণ উপকরণ যোগান দিয়ে পুরো ১১২টি বিদ্যালয় সমাপ্ত করে এনেছেন। এ ধরনের সমাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে কোটচাঁদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বাঘারপাড়া থানার মাশালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সবিশেষ উল্লেখ্য। এই ক্যাটাগরীতে যে সমস্ত স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে তার সরকারী অনুদান ৪৫ হাজার টাকা হলেও স্থানীয় অনুদান সহযোগে নির্মাণ কাজ করা হয়েছে, তার মূল্য সোয়া থেকে দেড় লাখ টাকা। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ৩টি শ্রেণীর স্থলে ৪টি থেকে ৫টি শ্রেণীর জায়গা করা হয়েছে।

১৯৮৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা চালু হবার কথা। তাই যদি হয় তবে উপরোক্ত ১১৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মনোভাব ততটুকু হবে না।

২য় পর্যায়ে সেই সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে গ্রামে স্থানীয় অনুদান পাওয়া গেছে সেখানে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। টাকার অভাবে নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় স্কুল চালু করতে পারছে না সেই সমস্ত বিদ্যালয়কে এই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

৩য় পর্যায়ে নির্মিত অথচ সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছে সেই সমস্ত বিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যশোরের মক্তাঙ্গন শিক্ষা ব্যবস্থা মোটামুটি প্রসার লাভ করেছে। ঝিনাইদহ, মাগুরা ও উলশীতে ৫০টি মক্তাঙ্গন বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এখানে শিক্ষাকে জীবনমুখী করে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। স্কুল গৃহের সন্নিকটে চাষযোগ্য জমি পুকুর ইত্যাদিতে হাতেকলমে শিক্ষার্থীদের চাষের পদ্ধতি, মৎস্য চাষ বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার, হাঁস-মুরগীর চাষ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

জেলা প্রশাসক জনাব মহিউদ্দিন খান আলমগীর মক্তাঙ্গন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় যারা অধ্যয়ন করে থাকে তার মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর মাধ্যমিক শিক্ষায় যাবে না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষাকে যদি জীবনমুখী করা যায় তবে পরবর্তী পর্যায়ে তারা সফল চাষী, কামার, মৎস্যজীবি, কৃষকের হিসেবে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করতে পারবে। তিনি বলেন মক্তাঙ্গন শিক্ষাকে আরো বর্ধিত করা হচ্ছে।

এ জেলায় মক্তাঙ্গন শিক্ষা ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে চালু হচ্ছে। উলশী-যদুনাথপুর স্বেচ্ছাশ্রম প্রকল্পের প্রভাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। জেলা প্রশাসক জনাব মহিউদ্দিন খান আলমগীর মক্তাঙ্গন শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্যোক্তা। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামাজিক মূলধন প্রায় দেড় লাখ টাকা। এই মূলধনের সর্বাত্মক ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

মক্তাঙ্গন শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। একই বিদ্যালয়ে সকালে মক্তব, পরে প্রাথমিক শিক্ষাদান, বিকেলে মহিলাদের শিল্প সূচীর ক্লাস, সন্ধ্যার আগে যুবকদের ক্লাব এবং রাতে বয়স্কদের নৈশ বিদ্যালয় চলছে। ফলে স্থানের অভাব অনেক কমে গেছে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিশু গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে। এর জন্য যশোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যথাযথ সাহায্য করবেন। এছাড়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসূচী থাকবে। শিক্ষকরা জনপদ ডাক্তারদের ভূমিকা পালন করবেন।

এবারে শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু সমস্যার কথায় আসা যাক। দেখা গেছে, যশোরের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই শক্ত ভিত নেই। চাল আছে তো বেড়া নেই। গৃহ আছে তো বেঞ্চ চেয়ার নেই। এভাবেই নড়বড়ে হয়ে চলেছে যশোর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়।

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অভাব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়া সত্ত্বেও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাকর্মী গড়ে ওঠেনি। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেতন বেশী পান বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে।